মলাটের ওপাশ থেকে



আহসান হাবীব

আমি কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলাতে বড় হয়েছি, যা ছিল বাংলাদেশের অন্যতম একটি নদীভাঙন এলাকা। যেখানে বৃষ্টি নামলে নদী ফুলে উঠত, আর একদিন আগের শুকনো মাটি হয়ে যেত বাদামি, প্রবাহমান জলরাশি। বাঁশের দেয়াল কাপতো, সাইকেলের জায়গায় নৌকা চলত, আর আমরা খালি পায়ে কাদায় দৌড়াতাম আর যেন সেটাই ছিল আমাদের খেলার মাঠ।

নদী যখন ভাঙা শুরু করত তখন অনেক কিছু নিয়ে যেত—ফসল, রাস্তা, কখনো কখনো ঘরও।কিন্তু সে ফিরিয়ে দিত অন্য কিছু একটা অদ্ভুত ঐক্যবোধ। আমার মনে আছে কিভাবে সবাই উঁচু জায়গায় মিলিত হতাম খাবার ভাগ করে খেতাম, গল্প করতাম, হাসতাম, বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশে যেত মানুষের উষ্ণতা।

পানি নেমে গেলে আসত এক গভীর নীরবতা। মাটি কালো হয়ে থাকত, বাতাসে থাকত স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। কিন্তু সব মানুষ তখনই কাজে লেগে যেত, মেরামত, রোপণ, নতুন করে গড়ে তোলা পুরনো স্বপ্ন।

তিন সপ্তাহ পর পর একটা খবরের কাগজ আসত সেই অবহেলিত এলাকায় আর আমরা তখনই জানতে পারতাম দেশে কী ঘটছে।

লুঙ্গি ছিলো আমাদের নিত্যদিনের পোশাক। রাজধানীতে পৌঁছানোর জন্য আমাদেরকে বালুময় রাস্তা দিয়ে ৫-৬ কিলোমিটার হাঁটতে হতো এবং তারপর আমরা আমাদের লুঙ্গি পরিবর্তন করে প্যান্ট শার্ট পড়তাম রাজধানীর আসার জন্য।

নাইট কোচে যখন ঢাকা রওনা হতাম আরিচাঘাট, নগরবাড়ির মধ্য দিয়ে পুরো যাত্রা পথটাই ছিল আমার ছোটবেলার স্মৃতি। অনেকেই জানত না কুড়িগ্রাম কোথায়। আমি সেখান থেকে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সময়টা শুধু পড়াশোনা ছিল না। এটা ছিলো এক যাত্রা—শৈশবের বন্যার স্মৃতি থেকে আমার বড় হওয়ার গল্প। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে শিখিয়েছে যে শিক্ষা শুধু বই নয়—এটা চোখ খুলে দেয়, পথ দেখায়। জীবন আমাকে শিখিয়েছে যে সবকিছুই একদিন না একদিন বেড়ে ওঠে—যেমন ঘাসের ওপর নতুন ফুল জন্মায়।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির কথা মনে হলে অনেক কিছু মনে পড়ে —ক্যাম্পাস, মধুর ক্যান্টিন, অপরাজেয়বাংলা, শাহবাগ, কার্জন হল সবকিছুই একসঙ্গে জড়িয়ে যায় জলের মতো, যা নিজের পথ খুঁজে নেয় একটা যাত্রার মতো, যা শুরু হয় ছোট্ট এক জায়গা থেকে এবং শেষ হয় এক বিশাল পৃথিবীতে।

১৯৯১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এক আলাদা মহাবিশ্ব। সকালের রোদ লাল ইটের ভবনে পড়ত, বাতাসে থাকত উষ্ণতা আর শব্দ—সাইকেলের ঘণ্টা, চায়ের দোকানের ডাক, আর ছাত্রদের অবিরাম কথাবার্তা।

প্রতিদিন টিএসসির সবুজ মাঠ পেরিয়ে যেতাম যেখানে ছাত্ররা গোল হয়ে বসে রাজনীতি, সাহিত্য, জীবন নিয়ে তর্ক করত। দেশ তখন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, আর সেই পরিবর্তনের স্পন্দন আমরা অনুভব করতাম প্রতিটি কথায়। লেকচার কখনো তীব্র, কখনো শান্ত, কিন্তু সবসময়ই ভরা থাকত এমন মানুষে যারা কিছু করতে চায়।

লাইব্রেরির পুরনো বইয়ের গন্ধ, ধীরগতির ফ্যান, আর বাইরে থেকে ভেসে আসা ক্যাম্পাসের শব্দ সব মিলিয়ে পড়াশোনা ছিল এক অভিজ্ঞতা। আর সন্ধ্যাগুলো ছিল জাদুকরী। কার্জন হলের পেছনে সূর্যডুবে গেলে ক্যাম্পাস নরম আলোয় ভরে যেত। আমরা জড়ো হতাম মধুর ক্যান্টিনে। ছোট গ্লাসে চা, সিঙ্গারা, আর অন্তহীন গল্প। বন্ধুত্ব গভীর হতো, স্বপ্ন জন্ম নিত, মন ভাঙার কথাও বলা হতো। কখনো একা হাঁটতাম ক্যাম্পাসের পথে। বাতাসে থাকত বৃষ্টির গন্ধ, তখন মনে হতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পড়ার জায়গা নয়। এটা আমাকে গড়ে তুলছে, ভাবতে শিখাচ্ছে, অনুভব করতে শিখাচ্ছে।

১৯৯১ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এক অদ্ভুত সময়। দেশটা রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে বেরিয়ে আসছে, চারদিকে পরিবর্তনের হাওয়া। আর আমি তখন একজন তরুণ ছাত্র, স্বপ্নে ভরা চোখ নিয়ে ক্যাম্পাসে পা রাখছি। আমার ব্যাগে বই, মাথায় স্বপ্ন, আর হৃদয়ে এক অদ্ভুত উত্তেজনা। শাহবাগে ঢুকলেই মনে হতো আমি এক চলমান ইতিহাসের ভেতর হাঁটছি, ফুটপাথে বইয়ের দোকান, নতুন বইয়ের গন্ধ, পুরনো বইয়ের ধুলো আর মাঝে মাঝে মিছিলের স্লোগান। ১৯৯১ ছিল উত্তাল সময়। শাহবাগে দাঁড়ালেই সেই উত্তালতার স্পন্দন আমার শরীরের ভেতর ঢুকে যেত

। আমি হয়তো বই কিনতে যেতাম কিন্তু ফিরে আসার সময় হাতে বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাথায় নতুন চিন্তা নিয়ে ফিরতাম।

নীলক্ষেত ছিল আমার একাডেমিক গ্রন্থাগার। ফটোকপির দোকানগুলোতে সারি সারি নোটের খোঁজ, রেফারেন্স বইয়ের তালিকা সবমিলিয়ে নীলক্ষেত ছিল আমার পড়াশোনার প্রাণকেন্দ্র। দোকানদাররা আমাকে চিনত। আমার সাবজেক্ট জানত। আমি বললেই তারা নোট বের করে দিত যেন তারা আমার পড়াশোনার অংশীদার। নীলক্ষেতর ভিড়, গরম, কোলাহল সবই ছিল আমার ছাত্র জীবনের অপরিহার্য।

মধুর ক্যান্টিন ছিল আমার দিনের সবচেয়ে উষ্ণ জায়গা। ছোট গ্লাসে চা, সিঙ্গারা, আর টেবিল ভর্তি হাসি। এখানে বন্ধুত্বগুলো গভীর হতো, প্রেমের গল্প জন্ম নিত, আর হতাশার দিনগুলোও হালকা হয়ে যেত। আমি হয়তো এক কোণে বসে চা চাচ্ছিলাম আর বন্ধুদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলছিলাম কখনো ভয়, কখনো আশা সবই মিশে যেত মধুরক্যান্টিনের সেই চায়ের গন্ধে।

সূর্যসেন হল ছিল আমার রাতের ঠিকানা। করিডোরে নীরবতা, বারান্দায় বাতাস, আর পড়ার টেবিলে ল্যাম্পের আলো সব মিলিয়ে হলের রাতগুলো ছিল অন্যরকম।

কার্জন হলের লাল ইটের দেয়াল, বিশাল গাছ, আর শান্ত পরিবেশ আমার মনকে অন্যরকম প্রশান্তি দিত। ক্লাস শেষে কার্জনের সামনে দাঁড়িয়ে আমি হয়তো ভাবতাম - জীবন কত বড়, আর আমি কত ছোট; তবুও এই জায়গা আমাকে বড় করে তুলছে। কার্জনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমি হয়তো নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতাম কোথায় যাব কী করব এবং কীভাবে জীবন বদলাব।

আমি ২০০৩ সালে যখন সুইডেনে এলাম, তখন আমি শুনেছিলাম যে সুইডেনে DUAAIS নামের একটি সংগঠন আছে। আমি আগ্রহী হয়ে এক জনের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি সদস্য হতে চাই তবে কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমি উত্তর পেলাম: **"হিরা ভাই"**-এরসঙ্গে যোগাযোগ করো।" আমি হিরা ভাই -এর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং প্রথম সভায় যোগ দেওয়ার সুযোগ পেলাম, যেটা মরহুম ইয়াকুব আঙ্কেল এর বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এভাবেই আমি DUAAIS-এর সদস্য হই।

সেই সময়ে আমাদের সদস্য সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, তবে এর পরও DUAAIS-এর অনেক নিয়মিত কার্যক্রম ছিল। ব্যক্তিগত কারণে কিছু সময় আমি খুব সক্রিয় ছিলাম না। তবে আমি DUAAIS কে তখন থেকে অনুসরণ করতাম এবং দেখতাম কিভাবে সংগঠনটি বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং এগিয়ে যাচ্ছিল। কিছু সময় পরে অনেক ছাত্র আমাকে ফোন করতে শুরু করল এবং বলল তারা সদস্য হতে আগ্রহী। তখন আমি ভাবতে শুরু করলাম যে যদি আমি নিজে অন্যদের হতে উৎসাহিত করতে চাই, তবে আমাকে অবশ্যই সংগঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে এটি আমার আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে যায়।

আজ DUAAIS সীমিত সদস্য সংখ্যার একটি ছোট সংগঠন থেকে একটি প্রতিষ্ঠিত সংগঠন হিসেবে বিকাশিত হয়েছে যেখানে আমরা সম্মান এবং বোঝাপড়ার সাথে মিলিত হই এবং একসাথে নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অনেক সুন্দর স্মৃতি তৈরি করি। আমার জন্য DUAAIS কেবল একটি সংগঠন নয়, এটি আমাদের সদস্যদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও একটি প্ল্যাটফর্ম। আমাদের সন্তানরা এবং কমবয়সী প্রজন্ম DUAAIS আসা সত্যি আনন্দদায়ক। এটি প্রমান যে আমরা যা তৈরি করেছি তা আমরা সবাই মিলে এগিয়ে নিতে পারি এবং একই সময়ে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নতুন কিছু সৃষ্টি করে যেতে পারি।

আমাদের এই প্রিয় গ্রুপের বন্ধনও যেন তেমনই হয়। বয়স, পেশা, দূরত্ব কিংবা জীবনের নানা ব্যস্ততা আমাদের আলাদা করে রাখলেও, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা, ভালোবাসা ও একে অন্যের পাশে থাকার মানসিকতা যেন আমাদের সবসময় একসঙ্গে রাখে।

কেউ হয়তো আজ ভালো আছে, কেউ হয়তো জীবনের কোনো কঠিন সময় পার করছে। তাই এসো, শুধু পরিচিতির বন্ধন নয়, মানবিকতার বন্ধনটাকেও আরও শক্ত করি DUAAIS এর মাধ্যমে। কারও আনন্দে আনন্দিত হই, কারও দুঃখে পাশে দাঁড়াই, আর প্রয়োজনের সময়ে একে অন্যের জন্য একটু সময় ও সহানুভূতি রাখি।

কিন্তু মাঝে মাঝে আবারও হারিয়ে যাই সেই ক্যাম্পাস এর মাঝে এবং তখন মনে পরে গানের সেই বিখ্যাত ডায়লগ

"কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই আজ আর নেই, কোথায় হারিয়ে গেল সোনালী বিকেলগুলো সেই, আজ আর নেই..."

সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছ DUAAIS এর ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে .
আমাদের সবার সহযোগিতায় আগামী দিনগুলোতে DUAAIS এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা থাকল।



Exploring Fjords and Lifelong Friendships:

An Extensive Journey Through Bergen with DUAAIS



Rokeya Sultana Rekha, PhD

There is a unique, irreplaceable warmth that comes with traveling alongside a community that shares your roots. For the members of the Dhaka University Alumni Association in Sweden (DUAAIS), a recent summer excursion to Bergen, Norway, proved to be far more than a simple sightseeing trip. It was a masterclass in collective joy, a celebration of heritage set against a backdrop of dramatic Nordic landscapes, and a poignant reminder of how bonds forged in Dhaka remain unbreakable across oceans and decades.

Nestled on the southwestern coast of Norway, Bergen is universally celebrated as the cultural gateway to the world-famous Norwegian fjords. Surrounded by an amphitheatre of seven majestic mountains and intricate coastal waterways, it is a city where raw, untamed nature meets centuries of maritime history.

While Bergen offered countless treasures on land, the definitive crown jewel of the excursion was undoubtedly the magnificent fjord cruise. The transition from the bustling city harbor to the quiet, monolithic valleys of the fjords felt like stepping through a portal into another world.

As the vessel glided away from the docks, the urban landscape quickly melted away, replaced by the sheer, imposing scale of Norwegian nature. The boat navigated through glassy, mirror-like waters that perfectly reflected the dramatic sky and the towering green cliffs rising thousands of feet on either side.

The true beauty of the cruise, however, was found on the open decks. Bundled up against the crisp, biting Nordic breeze, the DUAAIS members transformed the viewing decks into a vibrant hub of shared happiness. Laughter echoed across the water as old friends pointed out distant peaks, families posed for panoramic group photos, and spontaneous conversations bridged generational gaps. Standing shoulder to shoulder, looking out at nature in its most primordial form, a profound sense of peace and collective pride swept through the group. It was a moment of pure, uninterrupted bonding that will undoubtedly be remembered for years to come.

The exploration reached its literal and metaphorical peak with a ride on the famous Fløibanen Funicular. Within minutes, the mountain railway transported the DUAAIS family from the heart of the city center straight to the upper viewing platforms of Mount Fløyen, sitting over 300 meters above sea level.

Standing together at the summit, looking down at the magnificent meeting of land and sea, the group shared a quiet moment of reflection. The vastness of the view put the entire journey into perspective. It was a beautiful reminder of how far life had taken each alumnus from the corridors of Dhaka University to the quiet landscapes of Sweden, and now to the soaring peaks of Norway yet they remained bound together by a shared history and a common identity.

Bergen is globally notorious for its volatile weather, frequently cloaked in layers of gray clouds and endless drizzle. Yet, for DUAAIS, the weather was entirely irrelevant. The gray skies were utterly eclipsed by the inner radiance of the group the collective warmth, the inherent dugnad spirit of helpfulness, the nostalgia of old campus days, and the pure excitement of exploring new horizons together.

This travel experience was not merely about checking off famous landmarks or crossing a destination off a bucket list. As the first-ever summer excursion by DUAAIS held outside Sweden, it stood as a masterful showcase of community strength. It proved that home is not just a geographical coordinate, but a feeling you carry with you and when DUAAIS travels, they bring the very best of home along for the ride.

Our journey back to Sweden has begun, leaving the incredible landscapes of Bergen behind. While our feet are tired, our hearts are completely full. The echoes of our laughter on the fjord deck and the panoramic views from Fløyen are memories the DUAAIS family will cherish forever.

Cheers to the next destination!

My Professional Journey:

Learning, Leading, and Creating Impact



Md Mazharul Hoque

A career path invariably begins with an intent to learn, but grows with experience, relationships, and the wisdom to take on responsibility. Looking back at my professional journey, I see a career of learning, managing, and creating value for corporations and the people they serve as well as getting served. The heart of this journey was formed during my formative years at BIGM and IBA, Dhaka University, where the academic rigor, vibrant campus life, and enduring values of excellence instilled in me a lifelong passion for growth and service.

My professional life has provided me the platform to work at the junction of organisation development, project management, technology, service improvement, quality management and stakeholder engagement. I have learned that a successful project requires not only the ability to deliver it on time but also understanding of the problem, engaging people, managing resources and sustaining results.

One of the most important lessons that I have learned in my professional journey is to understand before acting. When I engage in a new project or organisational challenge, I believe in understanding the need, objective, available resource, limitation, deliverables and timelines to design a win-win solution.

In addition, I have always contributed towards organisational initiatives to improve performance and quality as well as technology-enabled service solutions. My experience working as Deputy General Manager of the Centre for the Rehabilitation of the Paralysed (CRP) and Trustee Member of the Neuro-Developmental Disability Protection Trust (NDDT) of the Government of Bangladesh have enabled me to witness the improvement in quality scores, validation process reaching above 96%, reduction in cost, improved quality-of-care outcome, optimal reimbursement process, lesser readmission of the rehabilitated patient etc. Since organisational challenges rarely require a mono-dimensional solution, I have also contributed towards cross-disciplinary strategies to address them.

These professional experiences have broadened my understanding of project management which I see as people-centred and not just about the plans, schedules, budget, and deliverables. A project manager must understand the stakeholders, their expectations, risks, issues, and communication needs in order to deliver projects successfully. After all, no project with a great plan will be successful if the people delivering it or receiving it do not understand it.

My career path also encompasses the importance of leadership as a critical aspect of professional journey. I have learned that leadership is about influencing, motivating, and supporting people to achieve a vision, and accepting responsibility when things go wrong. I believe

that a good leader makes it easy for people to work with him by showing them the way.

Moreover, creative problem-solving within the relevant ecosystem has always been an integral part of my professional journey. I have engaged with consultative approaches, tools, applications, and service concepts to address organisational challenges. Based on my multi-faceted experience in theatre, art, and policy analysis, I believe that creativity is not limited to arts and professional expression but also entails asking better questions, looking at a situation from different perspectives and connecting people and ideas to discover a more effective way to achieve an objective in consonance with the organisational and national vision.

My professional milestones have thus been measured not only in terms of positions and titles but also in terms of improvements created through my contributions in my organisations. I have seen organisations transform their work process, enhance quality and service delivery, and improve their performance, which has been one of the most fulfilling aspects of my career.

My experiences of working in Bangladesh and Sweden have shown me that my previous experience can be a solid foundation upon which we can build our future career in another country. In the same manner, my academic and professional qualifications and relationship with Dhaka University and DUAAIS, have shaped my professional journey so far. Moving into a different work-life in Sweden also visualise me to adapt and learn continuously to stay updated with technology, artificial intelligence, data, and new ways of working like flat management.

As a newcomer to the Swedish job market, I would encourage you to begin your journey early wherever there are opportunities even if it is not the position or organisation that you aspire to join. Learn about the work processes, Swedish norms and etiquettes, workplace culture, and professional networks to build your credibility and reputation in the target organisations. You should also invest time and effort in volunteering, professional associations, alumni, and networking to pave way for the next step in your career. Most importantly, do not think of your international career as a limitation but rather learn to leverage your experience to contribute to your professional growth.

I believe that continuous improvement is the key to a successful career. As such, I will always stay curious and invest time and effort to update my skills, data, and trends in AI, and ways of working in consonance with emerging best practices. New ways of working, new organisations, new markets, globalisation, technology, and data analytics will continue to disrupt the status quo.

Carrying these guiding values into my life and career in Sweden has only reinforced their timeless relevance. Being a part of the Dhaka University Alumni Association in Sweden (DUAAIS) offers a powerful anchor to my roots, bridging a proud past with our contemporary achievements in Scandinavia. As I look toward the future, I stay firmly dedicated to the principles of continuous growth and leadership. These are values first sparked at Dhaka University, kept alive through DUAAIS, and channeled daily to create a meaningful, enduring impact in all my professional endeavours.

স্মৃতির পাতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রিফাত মাহজাবীন



দূর সুইডেনের শীতল হাওয়ায়
আজও বাংলার সুর,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতিতে
মন যায় বহুদূর।

কার্জন হলের লাল দালান,
টিএসসির সেই আড্ডা,
বন্ধুদের সেই হাসিমাখা মুখ,
স্মৃতির পাতায় বাঁধা।

কত বসন্ত পেরিয়ে গেল,
কত বদলাল দিন,
তবু সেই দিন, সেই স্মৃতিগুলো
আজও অমলিন।

দেশের মাটি দূরে রইল,
দূরে রইল ঘর,
তবু দেশের ভালোবাসা
বাজে অন্তরভর।

আমরা এসেছি ভিন্ন পথে,
ভিন্ন সময় ধরে,
একটি নামেই মিলেছি আজ
ভালোবাসার ঘরে।

ত্রিশটি বছর–ত্রিশটি আলো,
ত্রিশটি বছরের গান,
ত্রিশটি বছর জুড়ে আছে
ভালোবাসার টান।

যাঁরা প্রথম স্বপ্ন বুনে
শুরু করেছিলেন পথ,
তাঁদের শ্রমে, তাঁদের প্রেমে
আজও বন্ধন অটুট।

আজকের এই মিলনমেলায়
স্মৃতিরা দেয় দোলা,
পুরোনো সেই দিনগুলো যেন
আবার উঠেছে বলা।

সময় যাবে, দিন ফুরাবে,
বদলে যাবে কাল,
তবু এই বন্ধন রয়ে যাবে
চির অমলিন, চিরকাল।

আজ তাই সবাই একসাথে
তুলি হৃদয়ভরা গান–
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
তুমি আমাদের প্রাণ!

বাংলাদেশ থেকে সুইডেন,
একই হৃদয়তান–
ত্রিশ বছরের বন্ধন হোক
চির অম্লান!

পিঠা উৎসব

জামাল মোহাম্মদ নুরুজ্জামান

রান্না ঘরে লাল পিঁপড়া ঘুরে
পিঠার মিষ্টি গন্ধ বাহারে,
কাক বেটা কা কা করে
ছিটা ফোটা দেইক্কা কলপাড়ে।

বাংলাদেশ থেকে বহু বহুদূর
পিঠার উৎসবে এলাম্নি মুখর,
প্লেটে উড়ে বাষ্পীয় আনন্দ
পিঠা ডিসপ্লেতে মেম্বাররা ধন্য।

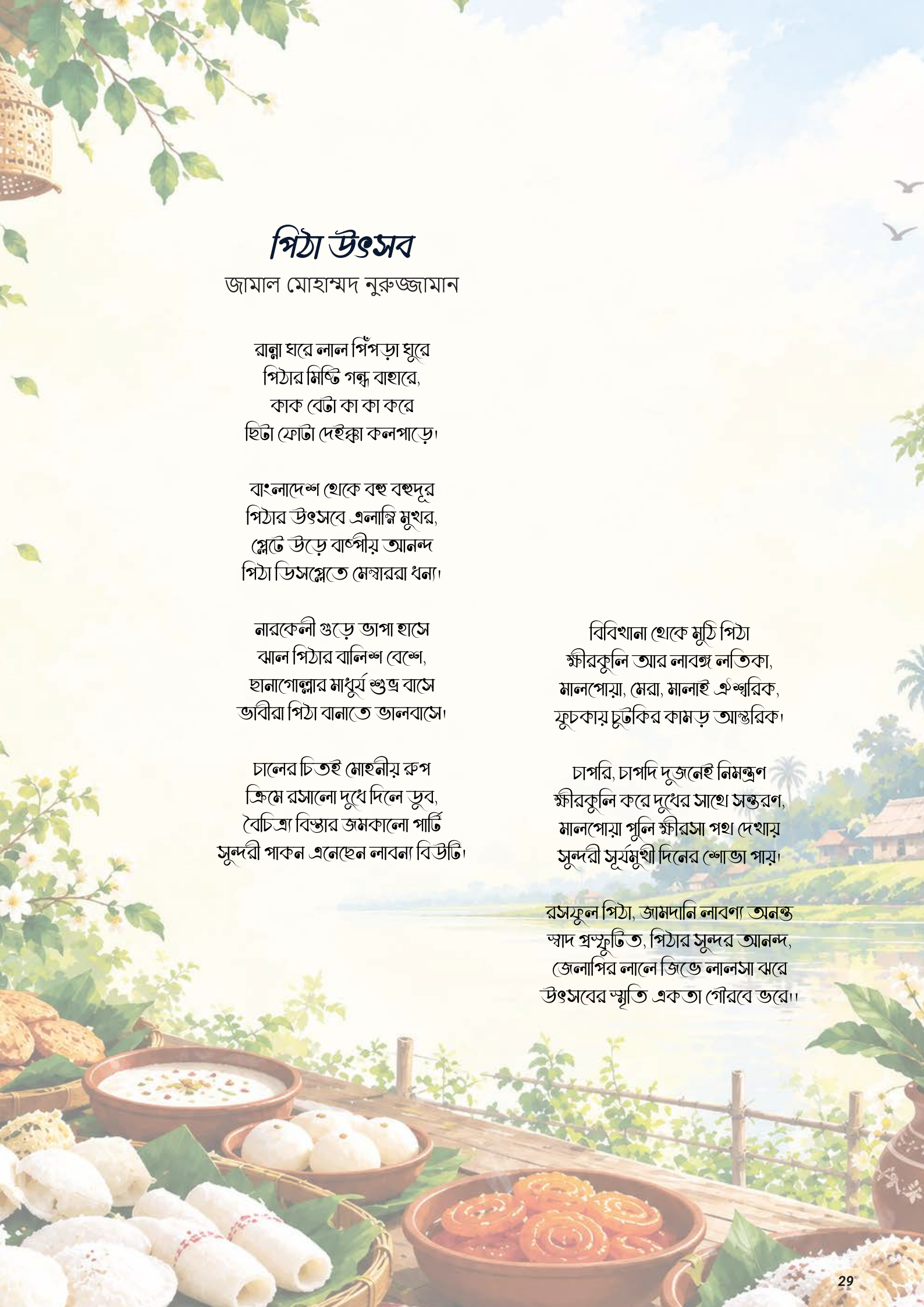
নারকেলী গুড়ে ভাপা হাসে
ঝাল পিঠার বালিশ বেশে,
ছানাগোল্লার মাধুর্য শুভ্র বাসে
ভাবীরা পিঠা বানাতে ভালবাসে।

চালের চিতই মোহনীয় রুপ
ক্রিমে রসালো দুধে দিলে ডুব,
বৈচিত্র্য বিস্তার জমকালো পার্টি
সুন্দরী পাকন এনেছেন লাবন্য বিউটি।

বিবিখানা থেকে মুঠি পিঠা
ক্ষীরকুলি আর লাবঙ্গ লতিকা,
মালপোয়া, মেরা, মালাই ঐশ্বরিক,
ফুচকায় চুটকির কামড় আন্তরিক।

চাপরি, চাপদি দুজনেই নিমন্ত্রণ
ক্ষীরকুলি করে দুধের সাথে সন্তরণ,
মালপোয়া পুলি ক্ষীরসা পথ দেখায়
সুন্দরী সূর্যমুখী দিনের শোভা পায়।

রসফুল পিঠা, জামদানি লাবণ্য অনন্ত
স্বাদ প্রস্ফুটিত, পিঠার সুন্দর আনন্দ,
জেলাপির লালে জিভে লালসা ঝরে
উৎসবের স্মৃতি একতা গৌরবে ভরে।।



এক নারীর সন্ধ্যা

জামাল মোহাম্মদ নুরুজ্জামান

বাঙলার বধূ রূপের মধু
মান অভিমান মিছে শুধু!
একটুতেই বানায় ঘোমরা মুখ,
মৃদু দুঃখে ফাটায় বুক।

রাগে করে ফোঁস ফোঁস,
কথায় কথায় ধরে দোষ।
ভাতবিনে সে সপ্তাহ কাটায়,
না খেলে, আড়চোখে তাকায়।

খেতে বললে- ক্ষুধা নেই!
তুলে দিলেও রক্ষা নেই।
আমায় ছাড়া হৃদয় হারা
সোনার বধূ অন্তরের পায়রা।

ভালবাসার সে অবুজ শিশু!
ললিপোপ পেলে চায় না কিছু।
সেজে গোছে পুতুল হয়,
প্রেমে করে সে আমায় জয়।

From Kashmir to Sweden

A Linguistic Adventure in Belonging

Sabreena Amin

My association with DUAAIS has been far more than participation in a cultural organization. In retrospect, it has been a fascinating exercise in intercultural learning, linguistic diplomacy and the sociology of belonging with a generous amount of food, laughter and occasional linguistic confusion along the way.

My journey to Sweden began in 2015, when I arrived from Kashmir, India, carrying with me the memories, traditions, values and cultural vocabulary of my homeland. Sweden offered me a new social landscape to navigate: a different language, different customs, different rhythms of life and, of course, a climate that made me reconsider every previous definition I had of the word cold.

Gradually, Sweden became more than the country in which I lived. It became part of my personal and intellectual journey. I discovered that multiculturalism is not merely an academic concept found in political science textbooks; it is something you experience around a dinner table, at a family gathering and sometimes while trying to understand a conversation in a language you have not yet mastered.

My relationship with Bangladeshi culture became particularly meaningful after I became part of a Bangladeshi family through marriage.

At that point, Bangladesh underwent a remarkable transformation in my personal geography.

It moved from "another country on the map" to "another country in the family."

Suddenly, Bangladeshi culture was no longer an abstract subject of observation. It became experiential: food, music, literature, hospitality, traditions, celebrations, family stories, humour and an impressive quantity of conversations taking place simultaneously.

There was, however, one small academic complication.

I did not understand the language.

Initially, Bengali gatherings became an unplanned field study in participant observation.

I was physically present, intellectually curious, and linguistically underqualified.

Everyone would be speaking Bengali with extraordinary speed and enthusiasm. I would listen carefully, attempting to decode facial expressions, gestures and occasional familiar words.

My methodology was highly sophisticated:

Listen.
Smile.
Nod.
Laugh when everyone else laughs.

And, when absolutely necessary, laugh slightly later so that it appeared I had simply been contemplating the profundity of the joke.

In retrospect, I had developed what might be called advanced non-verbal diplomacy.

Nobody was excluding me. Quite the opposite. The warmth was unmistakable. Yet I discovered something that sociologists, linguists and anthropologists have long understood: language is not merely a communication system; it is a social passport.

Without it, one may be welcomed into the room while still remaining slightly outside the conversation.
That realisation changed my approach.

I decided that if I genuinely wished to understand the culture around me, I could not remain merely an appreciative observer. I had to become a participant.

So, began my Bengali education.

The early stage was characterised by considerable epistemic humility—which is an academic way of saying that I frequently had no idea what I was saying.

Every new word was a small intellectual victory. Every correctly understood sentence felt like a successful research finding. Every mistake provided excellent

evidence that linguistic competence requires considerably more than enthusiasm.

But gradually, something remarkable happened.

Words began to connect.
Expressions began to make sense.
Conversations that had once sounded like an elegant symphony of completely mysterious syllables started revealing their meaning.

I was no longer merely sitting inside the conversation.

I had finally acquired conversational citizenship.

Learning Bengali taught me that language carries far more than vocabulary. It carries humour, memory, emotion, cultural assumptions, relationships and a community's particular way of looking at the world.

The Qur'an expresses this beautifully:

"And among His signs is the creation of the heavens and the earth and the diversity of your languages and your colours. Surely in this are signs for those who have knowledge."
— The Holy Qur'an, 30:22

For me, the diversity of languages is not simply a theological or philosophical proposition. It is something I have experienced personally.

The Qur'an also reminds us:

"O mankind, indeed, we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another."
— The Holy Qur'an, 49:13

The phrase "that you may know one another" has become particularly meaningful in my life.

To know another culture is not simply to observe it from a comfortable distance. It requires curiosity, participation, and respect.

Sometimes, it also requires the courage to pronounce a word incorrectly in front of people who have pronounced it perfectly since childhood.

But perhaps that is the real beauty of intercultural learning: we become less afraid of making mistakes and more interested in making connections.

My experience has also taught me that embracing another culture does not diminish one's own identity.

I remain deeply connected to Kashmir and its heritage. Sweden has become an important part of my life. Bangladeshi culture has become part of my family and my emotional landscape.

These identities do not cancel one another.

They converse with one another.

Perhaps that is what multiculturalism looks like at its most beautiful—not a collection of separate identities standing politely beside one another, but different histories learning to share the same table.

And DUAAIS has been one of those tables.

It has been a place where cultures meet, relations develop, and people discover that diversity does not have to be a problem requiring a solution. Sometimes, diversity is simply a gift requiring appreciation.

As DUAAIS celebrates its 30th Anniversary, I offer my heartfelt congratulations to everyone who has contributed to its remarkable journey.

Thirty years represent far more than the passage of time. It represents relationships built, traditions preserved, and countless memories shared.

I feel fortunate to have become a small part of that story.

If my journey has taught me anything, it is that belonging rarely arrives with a formal invitation.

Sometimes it begins with a smile.
Sometimes with a meal.
Sometimes with a completely misunderstood joke.

And sometimes—with one brave attempt to say a new word in a language that initially sounds as though everyone else has received the instruction manual except you.

But eventually, the unfamiliar becomes familiar.

The observer becomes a participant.

The outsider becomes a friend.

And the language that once created distance becomes a bridge.

That, for me, has been the most beautiful lesson of my journey from Kashmir to Sweden—and into the warmth of Bangladeshi culture.

With gratitude, affection, and my warmest wishes for the next thirty years of DUAAIS.

Children drawings and photo of child



Enaya Bhuiyan



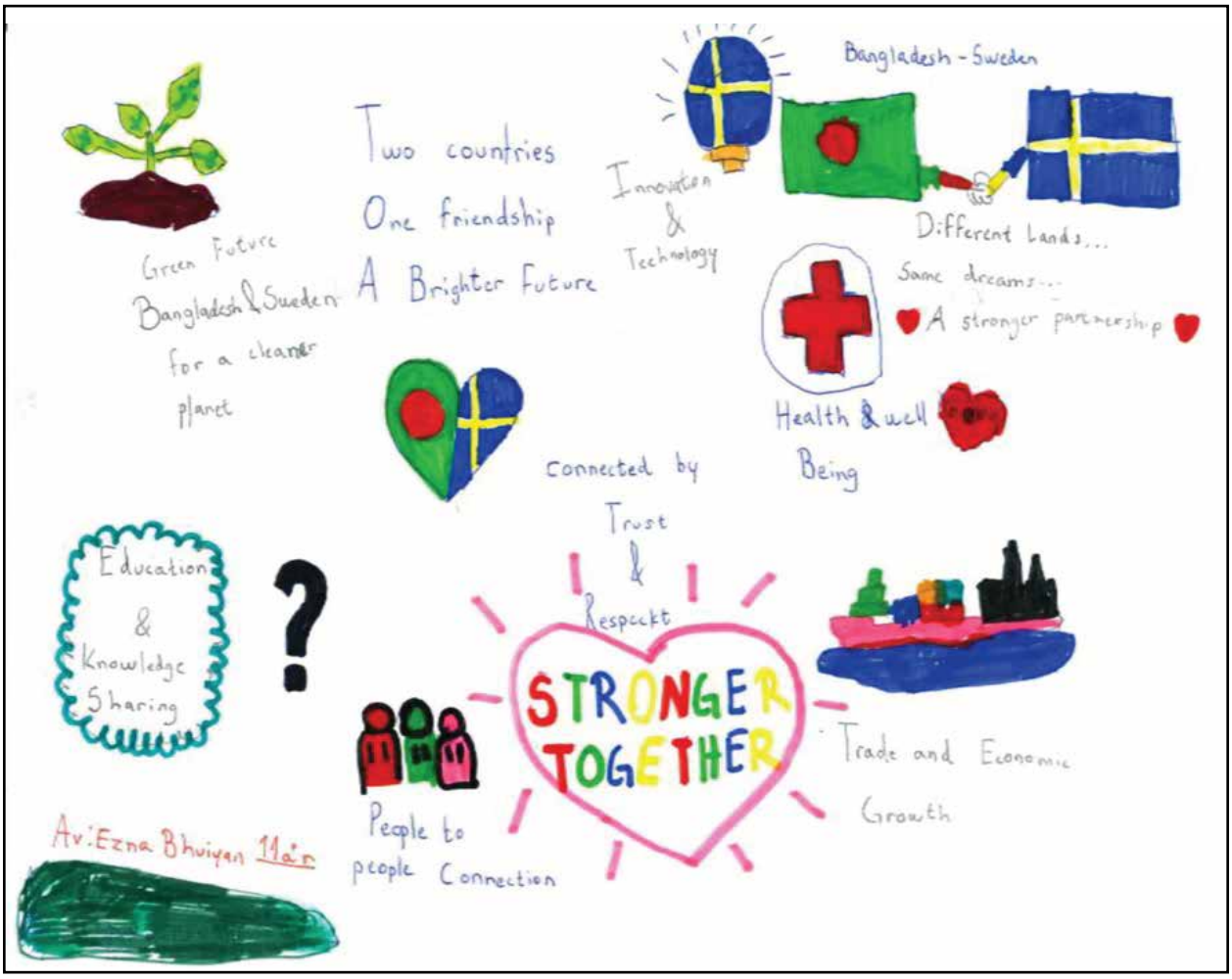


Sayaf Ahmed Reehan



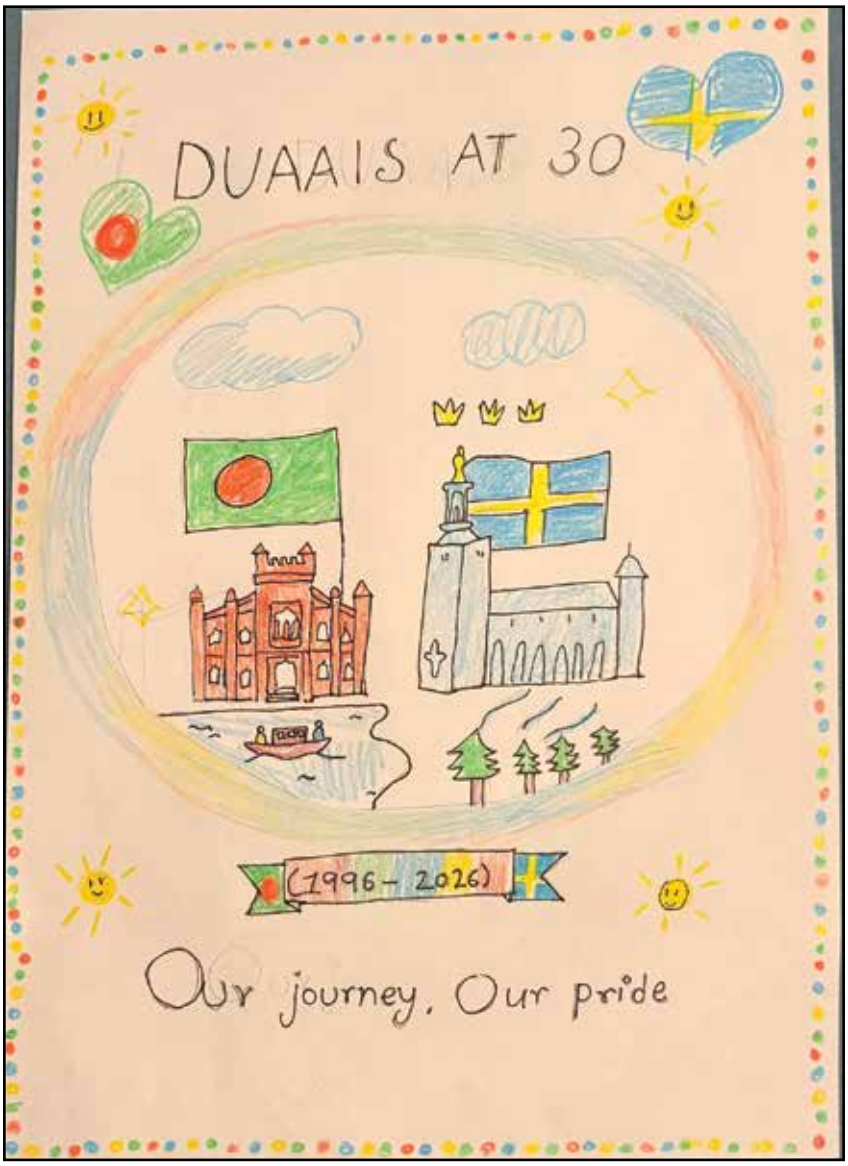


Ezna Bhuiyan





Areeba Mahjabeen Zunaira





Linnea Habib



Alumni Directory



Abul Kalam Bhuiyan
Political Science
1982



Ahasan Habib
Political Science
1998



Anisur Rahman
Journalism
1976



Avinno Param Satta
International Business
2011



Chomon Afroz Islam
Chemistry
1984



Emdadul Quader
B.Com
1975



Enamul M. Choudhury
Pol. Sc. & Public Administration
1970



Farhana Nasrin
Chemistry
2012



Hasna Hena
History
1988



Humayun Kabir
Economics
1977



Jamal Nuruzzaman
Accounting
1981



Kazi Amirul Huda
Finance
1984



Khandaker Ashik Iqbal
Marketing
2004



Dr. Mahbubul Alam
Medicine
1983



Mahbuba Jahan, PhD
Chemistry
2003



Mahmud Hasan
Business Administration
1974



Manowar Hossain
Public Administration
1985



Md. Maharaz Uddin
IER
2022



Masud Pervez
Applied Statistics
2003



Md. Mazharul Hoque
Public Affairs
2010



Md. Mostofa Azad
Computer Science & Engineering
2006



Md. Sayem Ul Alam
Physics
2005



Md. Tareq Hasan
MBA International Business
2008



Meherun Nessa Rahman
Journalism
1972



Mohammad Bakhtiar Hossain, PhD
Biochemistry & Molecular Biology
1998



Mohammad Forkan
Geography
1976



Mohammad Tanvir Ahamed, PhD
Applied Statistics
2008



Mostafa Kamal Chunnu
Sociology
1981



Minhaj Md Rubaiat Alam
Computer Science & Engineering
2007



Muhammad Muzahidul Islam Patowary
Marketing
2005



Radi Shafiq
Development Studies
2016



Rafat Khan
Software Engineering
2015



Rehana Parvin
English
2010



Rokeya Sultana Rekha, PhD
Biochemistry & Molecular Biology
2004



Shabbir Choudhury
Sociology
1972



Shahina Begum Jasmin
Soil Science
1979



Shamima Ahsan
Finance
1987



Shamsul Islam
Applied Statistics
2006



Shahrina Niti
Social Welfare
2008



Sheik Atiqul Alam
Marketing
2009



Sultana Afroza Rahman
Political Science
1983



Syed Raziur Ahmed
Mathematics
2002



Syeda Shegufta Ameer, PhD
Biochemistry & Molecular Biology
1999



Sultan Ahmed Emon, PhD
Biochemistry & Molecular Biology
2004



Sumaiya Blomqvist
BBA
2012



Tanmoy Bhattacharjee
Marketing
2007



Tarique Amjad
Finance and Banking
1992



Ummay Salma
Accounting
2014



Ummee Saila
International Relations
2001



Wahida Ahmed
International Relations
1999



Zakir Hossain, PhD
Sociology
2010



Zubaer Al Imran
Marketing
2007

Photo Gallery (Nostalgia Wall)

2004



2022











2023











2023





















2024



2024











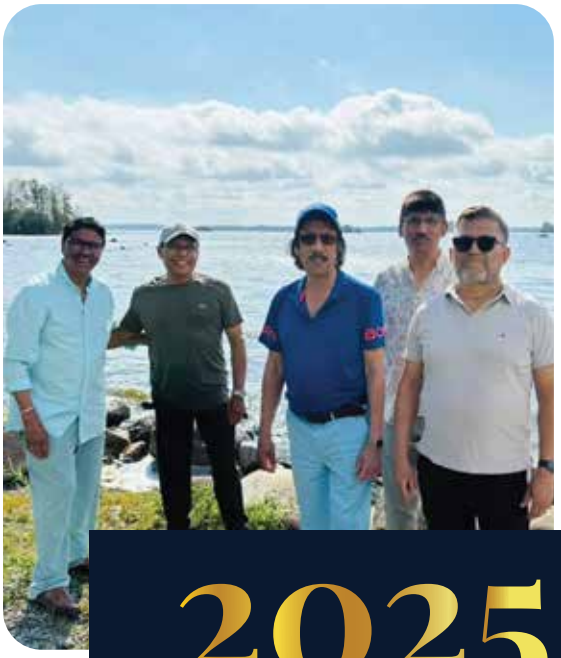









DHAKA UNIVERSITY
Alumni Association in Sweden



2025


DHAKA UNIVERSITY
Alumni Association in Sweden






EID MUBARA









2025



2026






















Dhaka University
Alumni Association in Sweden
শুভ
নববর্ষ

2026


Dhaka University
Alumni Association in Sweden

Acknowledgements

ACKNOWLEDGEMENTS

In Gratitude for a Collective Legacy

The thirtieth anniversary of the Dhaka University Alumni Association in Sweden (DUAAIS) celebrates three decades of fellowship, shared aspirations, and collective achievement. This milestone and the publication of this commemorative souvenir have been made possible through the generosity and commitment of many individuals and organisations.

Our Sponsors and Supporting Organisations

Bhuiyan Consulting AB, Sweden | Aerial Pixels | Qatar Airways

We extend our sincere gratitude to our sponsors and donors for their invaluable support towards this souvenir and the 30th Anniversary Celebration. Their generosity reflects a commitment to preserving our shared heritage and strengthening the bonds of alumni solidarity.

Our Individual Donors and Members

We offer special appreciation to the members whose personal donations have contributed to this celebration. Every contribution, regardless of its size, reflects a deep sense of belonging and commitment to DUAAIS. Such generosity embodies the collective spirit upon which our association has been built and sustained.

Our Contributors and Volunteers

We gratefully acknowledge everyone who contributed their time, expertise, ideas, photographs, articles, historical materials, and organisational support. We particularly appreciate those who worked quietly behind the scenes, demonstrating that enduring achievements are shaped by both visible leadership and dedicated collective effort.
Thirty years of DUAAIS represent the cumulative contributions of many individuals across generations. This anniversary honours not only our shared past but also the enduring spirit of fellowship that will guide our journey forward.

To our sponsors, donors, contributors, volunteers, well-wishers, members, and families, we extend our heartfelt thanks. Your generosity has helped make this celebration a memorable chapter in the history of DUAAIS.

"An enduring legacy is not the work of a few, but the shared achievement of a community united by purpose."

With sincere appreciation,

Dhaka University Alumni Association in Sweden (DUAAIS)
30th Anniversary Celebration

Qatar Airways



Explore the world in unmatched elegance

Discover Singapore, Japan, Australia, and more in our global network of over 170 destinations. Savour world-class service, with sophisticated on-demand dining, on board **Qatar Airways.**

qatarairways.com

oneworld

QATAR AIRWAYS القطرية

Aerial Pixels

WEDDING & EVENT MANAGEMENT

We Tell *Your Story*

TIMELESS MEMORIES
BEAUTIFULLY CRAFTED



WEDDING PHOTOGRAPHY

CINEMATIC FILMS

DRONE SHOOTS

PRE-WEDDINGS & COUPLE SHOOTS

EVENTS & CELEBRATIONS

SCAN TO EXPLORE OUR WORK

0760965612, 0765803247

aerial.pixels2019@gmail.com

www.aerialpixels.se

Where Every Frame Tells Your Story

https://www.duaais.com/